International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 11-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

নাগরিক কেন্দ্রিক বৈদ্যুতিন প্রশাসন: একটি পর্যালোচনা

কার্ত্তিক পাল
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The use of information and communication technology for good governance is being tested all over the world. In the context of liberalization and globalization and as a result of the technological revolution, the emergence of e-governance in the field of administrative reform is particularly significant, India is no exception. The goal of electronic governance or e-governance is to reform the government administration by utilizing information and communication technology to increase the efficiency, transparency, dynamism, and cost reduction of the administration. Proper use of e-governance will ensure the supply and delivery of citizen-centric information and communication technology-based government services. In developed countries, government services are delivered to citizens through the Internet or through e-governance, which has resulted in increased work dynamism, reduced corruption, and increased transparency. As a developing country, India is making good use of e-governance to bring government services to the doorsteps of its citizens. The government has taken various initiatives for that purpose. India is one of the fastest-growing digital services in the world. This has been made possible by a combination of government initiatives, business innovation, investment, technological innovation, and new digital applications. These applications have transformed the country through multifaceted work, the emergence of new fields of service delivery, and its impact on every aspect of the lives of citizens. In a country like India where there is a special need to provide public services, electronic administration will play a very important role in meeting that need. Electronic administration has made the traditional administration citizen-centric.

Keywords - information and communication technology, administration, e-governance, services, administrative reform, citizen-centric.

ভূমিকা: সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রশাসন পরিচালনায় ICT (information and Communication Technology) ব্যবহার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে । যার ফলস্বরুপ e-governance এর সূচনা হয়েছে । এর মাধ্যমে সরকার ইন্টারনেট প্রযুক্তি ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করতে পারে। ঔপনিবেশিক ভারতে প্রশাসন ছিল বদ্ধ, অস্বচ্ছ ও গোপনীয় যেখানে নাগরিকরা সেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরেও বহুদিন এই Legacy প্রশাসনে অনুসৃত হয়েছে । তবে ১৯৭০ এর দশক থেকে প্রশাসনে তথ্য

ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এর ব্যবহার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । যার ফলশ্রুতিতে প্রশাসনে স্বচ্ছতা মুক্তাতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এদেশে সরকার নাগরিকদের জন পরিসেবা প্রদানের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে ষোলআনা সচেতন থেকেছে বরাবরই, ভারতের ইতিহাসে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প বা আইনের মাধ্যমে সুশাসনের ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ভারত সরকার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। যাই হোক এই সমস্ত ব্যবস্থাপত্র ছিল মূলত রেকর্ড ফাইল এবং আদান প্রদান-ভিত্তিক কাজে কাগজ কলম এর আধিক্য ছিল বিস্তর। তবে সাম্প্রতিককালে নাগরিক সেবা দেওয়ার জন্য প্রশাসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিন প্রশাসন বা ই গভর্নেন্স সূত্রপাত ঘটেছে । দ্রুত পরিবর্তনশীল পেক্ষাপটে প্রশাসন পরিচালনা ও নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ই গভর্নেন্স প্রয়োজনীয় নয় আবশ্যিক হয়ে পড়েছে । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারত সরকার ১৯৭০ সালে Department Of Electronics প্রতিষ্ঠা করেছে । পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে National Intormatics Centre(NIC) প্রতিষ্ঠা করা ভারতের এই গভর্নেন্স এর দিকে প্রথম বড় পদক্ষেপ ছিল । তারপর ১৯৮৭ সালে National Informatics Centre Network (NICNET) শুরু করা হয় । ২০০০ সালে কেন্দ্র সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে বাস্তবায়নের জন্য ১২ দফা এজেন্ডা (12 point agenda) গ্রহণ করে তারপর ২০০৬ সালে ভারত সরকার National e - governance plan গ্রহণ করে।

পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার নাগরিক পরিষেবা জন্য এবং প্রশাসনকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রশাসনকে নাগরিক কেন্দ্রিক করে তোলা হয়েছে এবং করে তোলার প্রচেষ্টা এখনো চলছে। বর্তমানে ই গভর্নেন্স এর মাধ্যমে প্রশাসন নাগরিকদের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে এমন কি তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম উপকরণ স্মার্ট-ফোনের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা নাগরিকদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে।

❖ **Objective of Study :**

1. বৈদ্যুতিন প্রশাসনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা।
2. নাগরিক পরিষেবা প্রদানে কেন্দ্র সরকার ই-গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলি ব্যাখ্যা করা।
3. নাগরিক ক্ষমতায়নে রাজ্য সরকার ই গভর্নেন্স এর কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।
4. নাগরিক প্রশাসনে e –district এবং e - panchayet কি ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করা।

❖ ***গবেষণা পদ্ধতি:*** গবেষণার কাজে আমি Secondary Data হিসেবে বই গবেষণাপত্র সংবাদপত্র ওয়েবসাইট জার্নাল প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছি যা সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও কম্পিউটার থেকে পাওয়া যায় ।

❖ ***বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সংজ্ঞা:***

বৈদ্যুতিন প্রশ্ন হল প্রশাসন হল সরকারের সঙ্গে জাতীয়, রাজ্য, পুর ও স্থানীয় স্তরের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে নাগরিক, শিল্প বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে তথ্য ও কাজকর্মের আদান-প্রদানের দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা রূপান্তর ঘটানোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ। ইন্টারনেট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই বৈদ্যুতিন প্রশাসনের উদ্ভব। ই গভর্নেন্স কে SMART governance বলা হয় কারণ এই ধরনের প্রশাসন সরকার নাগরিক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে Simple ,Moral, Accontable , Responsive, transparent interface সৃষ্টি করে । বৈদ্যুতিন প্রশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলেছে ই-গভর্নেন্স এর অর্থ হল ইন্টারনেট এবং World - Wide - Web (w.w.w) এর সদ্ব্যবহার এর মাধ্যমে নাগরিকদের সরকারি তথ্য ও পরিষেবা প্রদান করা । UNESCO এর মতে ই গভর্নেন্স হল সরকারি ক্ষেত্র দ্বারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যার লক্ষ্য হলো তথ্য ও পরিষেবা প্রদানের উন্নতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং সরকারের আরো বেশি দায়বদ্ধ স্বচ্ছ ও কার্যকরী করে তোলা ।

ই গভর্নেন্স দাবি করে নতুন ধরণের নেতৃত্ব, বিতর্কের নতুন পথ, নীতি নির্ধারণ ও বিনিয়োগ, নতুন শিক্ষার প্রবেশ, নতুনভাবে জনগণের কথা শোনা তথ্য ও পরিষেবা সংগঠিত করা ও পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা নিয়ে আসা নাগরিকদের প্রয়োজন এবং দায়বদ্ধতা উভয় অর্থে । এর উদ্দেশ্য হলো to engage, enable and empower the citizen।

❖ **Functions :-**

E - Governance – এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ functions হল -

- **E – Service:** এর সাধারণ অর্থ হলো সরকার ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে নাগরিককে বিভিন্ন প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করে থাকে যার ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমে যায় । e-service এর ফলে নাগরিকরা বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধায় সহজে প্রবেশ করতে পারছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে Computerization of land records এর কথা বলা যায় । কর্ণাটক সরকার Computerization of land records এর জন্য প্রজেক্ট ভূমি (project Bhoomi) সূচনা করেছে যেখানে কৃষকরা খুব সহজে তাদের জমির রেকর্ড এর কপি পেয়ে যেতে পারে ।
- **E – democracy or participation:** প্রশাসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গভর্নেন্স ও পলিসি সম্পর্কে স্বচ্ছতা বেড়েছে, ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে । এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে online grievance redressal mechanism ।
- **E- Commerce:** এটি হলো সরকার এবং নাগরিকের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মাধ্যম । ইহা জড়িত রয়েছে দ্রব্য এবং পরিসেবার জন্য কর হিসেবে অর্থের বিনিময় । যেমন নাগরিকদের দ্বারা ট্যাক্স এর অনলাইন অর্থপ্রদান, বিদ্যুতের বিল প্রদান করা, অনলাইনে টিকিট পাওয়া, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, পুনর্নবীকরণ প্রভৃতি ।
- **E – Management:** ইহা যুক্ত রয়েছে সরকারী নথিপত্রের Computerization করে Eletronically সংরক্ষণ করা ও রেকর্ড রাখা ।

❖ **Pillars of e – governance:**

(1) *Connectivity :* সরকারি পরিষেবা প্রদান জনগণকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে Connectivity বা সংযোগের সক্ষমতা প্রয়োজন।একটি কার্যকরী ই গভর্নেন্স হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা বা Connectivity থাকা দরকার।

(2) *Knowledge :* এখানে জ্ঞান বলতে তথ্যপ্রযুক্তি বা Information Technology (IT) সম্পর্কিত জ্ঞান কে বোঝানো হয়েছে । সরকার দক্ষতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ করবে যারা বৈদ্যুতিন প্রশাসনকে দক্ষ ভাবে পরিচালনা করবে । এইসকল ইঞ্জিনিয়াররা ই গভর্নেন্স এর কাজ করার ক্ষেত্রে যে সকল ত্রুটি ঘটবে তাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে ।

(3) *Data Content :* যে সকল জ্ঞান এবং তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হবে সেখানে অবশ্যই ইহার তথ্য ভাণ্ডার বা ডাটাবেস (data base) থাকবে । এই তথ্যভাণ্ডারে সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত data content থাকবে।

(4) *Capital :-* পুঁজি বা Capital সরকারি হতে পারে বা বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Private Partnership) হতে পারে । পুঁজি নির্দেশ করে পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যবহার করে সেগুলিকে অথবা সেই সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনকারী অর্থনীতি ভিত্তিক ক্ষেত্র গুলিকে ।

❖ **E - Governance Model Or Taxonormy Of E – Governance:**

e - governance এর পরিসেবা বিভাজিত হয় নাগরিক (citizens) , ব্যাবসায়ী (Businessman) , সরকার (Goverment)এবং চাকুরীজীবী (employees) দের মধ্যে ।

E - Governance এর চারটি Model লক্ষ্য করা যায় -

- GOVERNMENT TO CITIZEN (G2C)
- GOVERNMENT TO GOVERNMENT (G2G)
- GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B)
- GOVERNMENT TO EMPLOYEES (G2E)

1) Government to Citizen (G2C)

সরকার থেকে নাগরিক (G2C) হল সেই কাজগুলি যেখানে সরকার নাগরিকদের তথ্য ও পরিসেবায় One Stop Online Access প্রদান করে। G2C - র প্রয়োগে নাগরিকরা সরকারী সংস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং উত্তর পেতে সাহায্য করে। G2C এর মাধ্যমে যে সকল কার্যাবলী গুলি সম্পাদিত হয় তাহলো - আয়কর প্রদান (যুক্তরাষ্ট্রীয় , রাজ্য এবং স্থানীয়) কর প্রদান (আয় , আবাসন) , ড্রাইভিং লাইসেন্সের পুনর্নবীকরণ , টিকিটে শুল্ক , ঠিকানা পরিবর্তন, গাড়ির ধোয়া পরীক্ষা ইত্যাদি। এই model টি সরকার ও নাগরিকের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন। যে সকল পরিসেবা প্রদান করা হয় এই model এর মাধ্যমে সেগুলি হল -

a) বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোনের বিল online -এ প্রদান করা যায়,
b) আবেদনপত্র গুলির online এ নিবন্ধীকরন করা যায়,
c) Land record এর copy পাওয়া যায়,
d) অভিযোগগুলি online এ পূরণ করা যায়,
e) সকল ধরনের online তথ্যের সুবিধা পাওয়া যায়।

2) Government To Government (G2G)

সরকার থেকে সরকার বা G2G সেই কাজগুলি নিয়ে কারবার করে যা বিভিন্ন সরকারী সংস্থা , সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই ধরনের বহু কাজগুলির লক্ষ্য হল সার্বিক সরকারী ক্রিয়াকলাপের দক্ষতা এবং কার্যকারিতার উন্নতি। এই মডেল সেই সকল পরিসেবাগুলি নির্দেশ করে যেগুলি সরকারগুলির মধ্যে সম্পাদিত হয় (কেন্দ্র সরকার - রাজ্য সরকার , রাজ্য - রাজ্য সরকার , রাজ্য সরকার - স্থানীয় সরকার , স্থানীয় সরকার - স্থানীয় সরকার) ।এখানে বহু তথ্য রয়েছে যেগুলি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা (agency) বিভাগ (deparment) এবং সংগঠনগুলির মধ্যে বিভাজিত হওয়া প্রয়োজন। যেসকল পরিসেবা এই মডেলের প্রদান করা হয় সেগুলি হল:-

a) বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিভাগের মধ্যে তথ্যের বিনিময়,
b) সরকারী নথি (documents), যেমন প্রস্তুতি (preperation) অনুমোদন ও বণ্টন সংক্রান্ত সকল নথির আদান প্রদান হয় এবং সরকারী নথির সংগ্রহশালা থাকে এই model এর মাধ্যমে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই e - governance - এর মাধ্যমে finance এবং Budget সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

3) Government To Businessman (G2B):

সরকার থেকে ব্যবসায়ী বা G2B তে সরকার ব্যবসায় সাথে কারবার করে যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা অন্যান্য সংগঠন ICT ব্যবহার করে সরকারের সাথে যোগাযোগ করে। G2B এর অন্তর্ভুক্ত হল সরকার থেকে ব্যবসা এবং ব্যবসা থেকে সরকারের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। এই model এর মাধ্যমে গভীর বন্ধন গড়ে ওঠে সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্র (Private Sector) এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এই মডেল ব্যাবহারের মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করে পারে। যেসকল পরিসেবা এই model এ প্রদান করা হয় তা হল -

a) Tax সমূহের সংগ্রহ,
b) সকল-ধরনের সত্ত্বের (patent) এর বাতিলকরন ও অনুমোদন,
c) সকলধরনের বিল প্রদান করা হয়,
d) সকলধরনের তথ্য, নিয়মকানুন ও d a t a আদান প্রদান করা যায়,
e) যেকোনো ধরনের অভিযোগ এবং অসন্তুষ্টি এখানে জানানো যায়।

4) Government To Employes (G2E) এই model সরকার ও তার কর্মচারী বা চাকুরীজীবীর মধ্যে সম্পর্কের স্বচ্ছতা (transparency) কে বর্ধিত করে। এখানে কর্মচারী সরকারের ক্রিয়াকলাপের সংহতি বজায় রাখে। যেসকল পরিসেবা এই mo d e l এ পাওয়া যায় তা হল –

a) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী সম্পর্কিত তথ্য যেমন উপস্থিতির রেকর্ড করা হয়।
b) কর্মচারী এই মডেলের মাধ্যমে সকল ধরনের অভিযোগগুলি ও অসন্তুষ্টি জানাতে পারে।
c) কর্মচারীর জন্য সকলধরনের তথ্য, নিয়মকানুন প্রদান করা হয়।
d) কর্মচারীরা তাদের কাজের এবং অর্থ প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ড পরীক্ষা করতে পারে।

❖ ***E – Governance Initiatives :*** >

◆ **Central Government's Initiatives:** ১৯৮০ দশক থেকে আজ পর্যন্ত e - governance এর মাধ্যমে নাগরিকদের পরিসেবা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

■ Comuterisation of Land Records (Deparment of Land Resources Government of India)

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের Revenue Minister রা ১৯৮৫ সালে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করে ভূমি সমূহের Computerisation Record গড়ে তুলতে। সেই দাবীর পরিপেক্ষিতে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক (Union Ministry of Rural Devlopment) আটটি জেলাতে পরীক্ষামুলক ভাবে Computerisation of land Record চালু করা হয় যা ছিল ১০০ শতাংশ কেন্দ্র সরকার সমর্থিত। ১৯৯৫ সালে National Informatic Centre (NIC) এর সঙ্গে যৌথভাবে ইহা কাজ করে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল —

a) জমির মালিককে তার মালিকানার Computerised Copy প্রদান করা এবং চাহিদার ভিত্তিতে জমির ফসল , প্রজাস্বত্ব (tenancy) এবং সংশোধিত Records of Rights (RoRs) র Copy প্রদান করা।
b) পুরানো রের্কডের বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্থায়ীত্বকে সংরক্ষণ করে স্বল্পমূল্যে এবং সহজে উৎপাদনযোগ্য ডিজিটাল রেকর্ড করা হয়।
c) নির্ভুলতা (accuracy) , স্বচ্ছতা (transparency) এবং দ্রুত দ্বন্দ্ব মীমাংসা (speedy dispute resolution) কে সুনিশ্চিত করা।
d) সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দ্রুত অকার্যকরী ভাবে তথ্যকে আহরণ ও উদ্ধার করা যায়।
e) ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা Revenue Official কর্তৃক প্রমাণীকরণের (Authentication) পর কম্পিউটারের মাধ্যমে পাওয়া Land Records certificate আইনি বৈধতা পায়।
f) ভূমিগত পরিকল্পনা এবং ভূমিকম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য ব্যাপক ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
g) Land and Revenue Administration সংক্রান্ত Citizen - Centric Services প্রদান করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

- **Digital India:** ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এটি বিভিন্ন মন্ত্রকের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ভারতকে এক ডিজিটাল ভিত্তিক ও সক্ষম তথ্য-সমাজ এবং অর্থনীতিতে রূপান্তর করা এর লক্ষ্য। জাতীয় প্রশাসন পরিকল্পনার সম্প্রসারিত রূপ হলো ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য সরকারের পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ও প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করে ডিজিটাল করা এবং সরকারি পরিষেবা ইলেকট্রনিক ভাবে নাগরিকদের পাওয়ার ব্যবস্থা করা. সেই-সঙ্গে নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা। এই কর্মসূচি চিন্তাভাবনা তিনটি ব্যবস্থার কথা মনে রেখে গড়ে উঠেছে- *প্রথমতঃ* প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ দেওয়া যেমন নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে হাই স্পিড ইন্টারনেট এর ব্যবস্থা করা, কাছাকাছি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের সুযোগ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সাইবার স্পেস গঠন, প্রত্যেকের মোবাইল ও ব্যাংক একাউন্টের সংযোগ সাধন প্রভৃতি। *দ্বিতীয়তঃ* চাহিদামত পরিষেবার প্রশাসন ও পরিষেবা উন্নতির ব্যবস্থা করা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এক-জানালা বিশিষ্ট পরিষেবা নাগরিকদের কাছে অনলাইনে মোবাইলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া, প্রয়োজন ইলেকট্রনিক ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করলে ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধা হবে। *তৃতীয়তঃ* নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের কথা এই কর্মসূচিতে রাখা হয়েছে তাদের ডিজিটাল সাক্ষরতা আঞ্চলিক ভাষায় ডিজিটাল মেলা নাগরিকদের প্রাপ্য সব কিছু ক্লাউডের মাধ্যমে সহজলভ্য করা এবং তাদের ডিজিটাল সাক্ষরতা ঘটানো এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে।

ডিজিটাল ভারত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নয় টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে *প্রথমতঃ* ব্রড ব্যান্ড হাইওয়ে ও জাতীয় তথ্য পরিকাঠামোর মধ্যে সমন্বয় এবং সব গ্রাম ও শহরের জন্য ব্রডব্যান্ড পরিষেবা ব্যবস্থা করা। *দ্বিতীয়তঃ* সকলের জন্য মোবাইল সংযোগের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা করা। *তৃতীয়তঃ* গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং ডাকঘর কে বহু পরিষেবা কেন্দ্রে পরিণত করা। *চতুর্থতঃ* বৈদ্যুতিন প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাকে সরল করা, সার্ভিস ও প্ল্যাটফর্ম গুলিকে সমন্বয় করা এবং নাগরিকদের বিষয় নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে

তোলা। *পঞ্চমতঃ* ই- ক্রান্তি ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন উপায় পরিষেবা প্রদান এর মধ্যে আছে ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি। *ষষ্ঠতঃ* সকলের জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা, সরকার সকলের জন্য অনলাইনে তথ্যও নথিপত্রের ব্যবস্থা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। *সপ্তমতঃ* বৈদ্যুতিক সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত করা সরকারের লক্ষ্য যাবতীয় সরঞ্জাম এর ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করা। *অষ্টমতঃ* কর্মসংস্থানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ । *নবমতঃ* আর্লি হারভেস্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ ভারত কে এক ডিজিটাল সক্ষমতাধর সমাজ ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করা এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ।

Digital India Schme গ্রহণ করা হয় ভারতকে Digital Economy তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য । এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল -

(1) চাহিদার ভিত্তিতে পরিসেবা এবং governance প্রদান করা: - বিভিন্ন department সমূহকে বৈদ্যুতিন পরিসেবা মাধ্যমে সংহতি সাধন করা , Online বা mobile এর মাধ্যমে পরিসেবা দেওয়া , সহজে ব্যবসা করার জন্য পরিসেবা প্রদান করা , বৈদ্যুতিন এবং Cashless অর্থনৈতিক আদান প্রদান করা , Geographic Information system (GIS) কে উন্নত করা ।

(2) নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন গুলির জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা: - High Spreed - Internet পরিসেবা গড়ে তোলা , Digital Identy কে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লালন পালন করা, Mobile Phone নাম্বার এবং ব্যাঙ্ক একাউন্টকে সংযুক্ত করা , Common Service Centrtes (CSC) গড়ে তোলা, নিরাপদ এবং অভেদ্য Cyber Space গড়ে তোলা ।

(3) নাগরিকদের ডিজিটাল ক্ষমতায়ন সার্বজনীন Digital (ICT, Internet)সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা । ডিজিটাল সম্পদসমূহে (Digital Resources) সার্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা, Digital Resources কে ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ করা, Collaborative Digital Platform গড়ে তোলা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সহায়তা, নাগরিককে কোনরকম Physical Documents প্রদান করতে যাতে না হয় তার জন্য e – document এর গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবহার ব্যবহার বৃদ্ধি করা ।

- **Digital India –র উপাদান সমূহ -**

(1) Online Service Component এর মধ্যে রয়েছে Aadhaar, Digital Locker, E – Sign।

(2) Financial Services - এর মধ্যে রয়েছে payGov, Jan Dhan Yojana, UPI BHIM প্রভৃতি ।

(3) E – Participation এর মধ্যে রয়েছে E – Taal, My Gov, e – sampark এবং Social Media ।

(4) Mission Mode Projects হিসেবে রয়েছে- Common Service Centres (CSCs),e– districts, Income Tax, e – Biz, Road Transport, e-courts, etc.

(5) Open data initiatives এর মধ্যে রয়েছে National Portal of India, India in e-governance Development Index.

(6) Telecommunication Infrastructure Component এর মধ্যে রয়েছে Public Internet Access Program NOFN and Bharat Net, Mobile Connectivity প্রভৃতি । এছাড়াও e-governance -এ Mobile পরিসেবা রয়েছে Bharat Interface for Money – Unified Payment Interface (BHIM – UPI), সরকারী ই বাজার Government e-market Place (GeM), পণ্য ও পরিসেবা কর নেটওয়ার্ক বা Goods and Services Tax Network (GSTN), DigiLocker, Unified Mobile App for New-Age Governance (UMANG), ই হাসপাতাল, My Gov, e – national Agriculture Market (e – Nam), study Webs of Active – Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM), National Scholarship Portal(NSP)-এর মতো বিভিন্ন নাগরিক কেন্দ্রিক নতুন ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে ।

- **সরকারি সুবিধা হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer)**ঃ সরকারি সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্প অনুযায়ী সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক একাউন্টে চলে যায় । এর সুবাদে 440টি প্রকল্পকে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, ৭৩৩৯৮১কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪১৬৭৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে । কেবল 2019-২০ সালে মোট লেনদেন পৌঁছেছে 21 লক্ষ্য কোটি টাকায় ।

- **DigiLocker:** কাগজহীন প্রশাসন সম্ভব হচ্ছে এই DigiLocker - এর মাধ্যমে । এতে পাবলিক ক্লাউডে ব্যক্তিগত পরিসর তৈরি করে সেখানে নাগরিকদের নথিপত্র রাখতে দেওয়া হচ্ছে । ডিজিলকারে ৩৫২ টির ও বেশী নথিপত্র রাখা আছে । দুশো ধরনের নথিপত্র এখানে আছে । এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ২ কোটি ৩০ লক্ষ্য।
- **UMANG :** এটি একটি মোবাইল অ্যাপ । এই মোবাইল অ্যাপে সব সরকারী পরিষেবা পাওয়া যায় । এই অ্যাপের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী অ্যাপ ও ডাটাবেস সংযুক্ত আছে । ১৮ টি রাজ্যের এবং ৭৩ টি দপ্তরের ৬০০ টির বেশি পরিষেবা এই অ্যাপে পাওয়া যায় । এককোটিরও বেশী ব্যবহারকারী রয়েছে।
- **E- Hospital :** এর মাধ্যমে হাসপাতালে স্বয়ংক্রিয়তা আনার প্রয়াস চালানো হচ্ছে । হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থার • রোগীর নথিভুক্ত , ভর্তি থাকা রোগী , ঔষধের দোকান , ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে সংযুক্ত করা হচ্ছে । • ৩২২ টি হাসপাতাল এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে । নথিভুক্ত রোগীর সংখ্যা ৯ কোটি ৮০ লক্ষ্য ।
- **ই- জাতীয় কৃষি বাজার বা E– NAM:** এর মাধ্যমে ১৬ টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৮৫টি কৃষি বাজার কে সংযুক্ত করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে ১কোটি ৬৪ লক্ষ কৃষক এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার ব্যবসায়ী । এখানে ডিজিটাল লেনদেনের মূল্য চোকানো যায়, এখনও পর্যন্ত ৭০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে ।
- **স্বয়ম বা SWAYAM**ঃ এটি ওপেন কোর্সের একটি বিশাল প্লাটফর্ম (MOOCs) যেখানে দুই হাজারেরও বেশি পাঠ্যসূচি রয়েছে এখানে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রম শেষে ক্রেডিট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত।
- **NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL (NSP)**ঃ এখানে অনলাইন পোর্টালের বহু ধরনের স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে । এতে ছাত্রছাত্রীরা স্কলারশিপের জন্য অনলাইনে আবেদন করে,স্কুল কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখার পর তাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয় এবং সরকারি-সুবিধা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃত্তির টাকা সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাংক একাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । কুড়িটি স্কলারশিপ প্রকল্প এখানে সংযুক্ত রয়েছে । 2018-19 সালে এই সুবিধা পেয়েছে ১ কোটি ৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ।
- **Digital Payment**ঃ **BHIM-UPI, BHIM**ঃ Aadhaar, BHARAT QR Code, National Electronic Toll Collections- এর মতো বিভিন্ন মাধ্যম ডিজিটাল পেমেন্টের বহু উদ্ভাবনী হাতিয়ার চালু হয়েছে । BHIM-UPI সহ বিভিন্ন UPI- তে ডিজিটাল পেমেন্টের সংখ্যা ২০১৬ সালের থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৮ হাজার গুন বেড়েছে ।

❖ ***State Government Initiative :***

(1) BHOOMI (or land) Project in Karnataka: এর মাধ্যমে কৃষকরা শুধু তাদের জমির অনলাইন রেকর্ড কপি পেয়ে থাকে না,তার পাশাপাশি তারা ফসলের জন্য লোন গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলের পড়ার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে থাকে । এই সকল পরিষেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার BHOOMI কে Computerization of land recordsএর জন্য দৃষ্টান্তমূলক জাতীয় মডেল ঘোষণা করে যা অন্য রাজ্যকে অনুসরণ করা উচিত।

(2) GYANDOOT (Knowledge Messenger) in Madhya Pradesh: এটি ২০০০ সালে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় প্রথম সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণকে তথ্য প্রদান করা এবং নাগরিক ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে Interface হিসাবে কাজ করা। ইহা Soochnalays অথবা Information Center গঠন করে যা স্থানীয় গ্রামীণ অঞ্চলের যুবকদের দ্বারা পরিচালিত হবে । এই Information Centers যেসকল পরিষেবা প্রদান করে তা হলো – কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজার মূল্য প্রদান করে, Income Certificate, Domicile Certificate, caste Certificate, BPL তালিকা প্রভৃতি প্রদান করে।

(3) FRIENDS in Kerala: FRIENDS এর অর্থ হলো Fast , Reliable, Instant, Efficient Network যা পরিষেবা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এটি কেরালার তিরুবনান্তপুরম জেলায় 2000 সালে জুন মাসে শুরু করা হয় এবং 2001-2002 সালের মধ্যে অন্যান্য জেলাতেও শুরু করা হয়। জেলার কেন্দ্রে এই প্রকল্পের অধীনে Jana Sevana Kendram or Public Service Center গড়ে তোলা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে online এ জল, বিদ্যুতের বিল প্রদান করা যায়, revenue taxes, Licenses Fees, Motor vehicle taxes, University fees প্রদান করা যায়।

(4) E-Mitra Project in Rajasthan: E-Mitra প্রকল্পটিকে দুটি pilot projects এর সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলো- Lok Mitra এবং Jan Mitra । এই-প্রকল্পটি সমগ্র রাজস্থানে 30টি জেলায় Public,Private Partnership Model কে অনুসরণ করে প্রচলন করা হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সকল রকমের সরকারি পরিষেবা কে নাগরিকদের কাছে বিনামূল্যে উপস্থাপিত করা।

(5) SACHIBALAYA BAHINI : সচিবালয় হল সর্বোচ্চ নীতি প্রণয়ন কারী সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ আসন । রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কারী সংস্থা হিসাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃত্ব হিসেবে সচিবালয়কে একাধিক বিভাগ, সংগঠন এবং ব্যক্তির সঙ্গে কারবার করতে হয়। ফলে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে প্রচুর পরিমাণে যোগাযোগ তথ্য নথি প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ প্রভৃতি। জাতীয় তথ্যকেন্দ্রের (NIC) কর্ণাটকের রাজ্য শাখা ব্যাঙ্গালোর পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করেছে A Suit of Software Packages এর মাধ্যমে । যার অন্তর্ভুক্ত থাকা সচিবালয়ের চল্লিশটি বিভাগের জন্য নামকরণ করা হয়েছে সচিবালয় বাহিনী নামে । সচিবালয় বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যেমন - A) Patra- The Latter Monitoring System (LMS) B) Khadatha- File Monitoring System (FMS) C) Makaddame- Court Case Monitoring System (CCMS) D) Aayayaya- Budget Monitoring System (BMS) E) Sibbandi – Personel Information System (PIS), Customer Support System (CSS) প্রভৃতি।

(6) Vahan and Sarathi : তামিলনাড়ু সরকার Vahan and Sarathi চালু করে এই Application এর মাধ্যমে Transport Department এর কর্ম-প্রবাহকে দ্রুততর করার উদ্যোগ নিয়েছিল ।

(7) E-Seva: Electronic Seva প্রকল্পটি অন্ধ্রপ্রদেশের সরকার চালু করে। যার মাধ্যমে উপযোগিতামূলক কর প্রদান করা যায়, Trade License এর সুবিধা পাওয়া যায়,সরকারি বিষয় সম্পর্কিত লেনদেন এই সকল সুবিধা গুলি পাওয়া যায়।

(8) Domestic: এই প্রজেক্টটি দমন ও দিউ সরকার প্রচলন করে । এটি একটি ঘরোয়া ক্রেতাদের জন্য বৈদ্যুতিক বিল প্রদানকারী সংস্থা (Electricity Billing System) ।

(9) Prajavani: এই প্রকল্পটি অন্ধপ্রদেশ সরকার সূচনা করে, ইহা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা গুলি অভিযোগ হিসেবে জানানোর জন্য ও অনলাইন পরিচালনা করার জন্য (Online Grievances Monitoring System) Web Based System.

(10) Akash Ganga : এটি হলো এমন একটি প্রকল্প যেখানে গ্রামীণ অঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদকদের সংগঠিত করা এবং অনলাইন সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় গুজরাট সরকার সর্বপ্রথম এই প্রকল্পকে ব্যবহার করে Dairy Information System Kiosk (DISK) গড়ে তোলা । যেখানে প্রতিটি দুগ্ধ উৎপাদকদের সচিত্র পরিচয়প্রত্র রয়েছে যেখানে কোন উৎপাদক দুগ্ধ নিয়ে আসে Milk Receiving Dock তখন Computer Autometic Identification করে নেয়।

❖ ***E- District :***

E-District Portal হল ভারত সরকারের National E-Governance Project Plan (NEGP) অধীনে জেলা প্রশাসনে ICT র প্রয়োগমূলক উদ্যোগ । E- District Portal এর মাধ্যমে ভারত সরকার District Administration এ যে Manual system আছে তাকে Computerised System এ সংহতি সাধন করা । E- District হলো NEGP এর অধীনে Mission Mode Project (MMP) এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সকল বিস্তৃত সরকারী সুবিধা সমূহকে সমস্ত Stakeholders যেমন- সাধারণ মানুষ, সরকারী বিভাগসমূহ এবং সরকারী সংস্থার কাছে One Stop shop হিসাবে প্রদান করা । এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকারী সুবিধা নেওয়ার জন্য সরকারী অফিসে আসা জনগণের সংখ্যা কমানো এবং যথা সম্ভব পরিষেবা অনলাইনে প্রদান করা। Common Service Centers সমূহের মাধ্যমে জনগণকে সরাসরি পরিষেবা প্রদান।

E- District এর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য হলো -

1. নূন্যতম খরচে সরকারী পরিষেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ।
2. সরকারী পরিষেবাকে আরো বেশি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, এবং সংবেদনশীল (transparent, accountability , responsiveness) গড়ে তোলা ।

3. এই web portal কে ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা application এর status দেখতে পাবেন ।
4. সরকারের বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনের workflow কে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা এবং জেলা প্রশাসনকে আরো বেশি সহজতর করে তোলা ।
5. বিভিন্ন সরকারি অফিসের সংহতি সাধন করে অফিস গুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

E- District যে সকল CSC/KIOSK -র মাধ্যমে নাগরিককে পরিষেবা দেয় তাহলো—

- Certificate: Income, Domicile, Caste Certificate.
- Pensions: Widow, Disability, Old Age.
- Licenses: Blasting License, Fatka/Fire Cracker License, Firearms License
- RTI (Right to Information) Services: RTI, Public Grievance.
- Industry Services: EM-1, EM-2
- Ration Card: New Issue, Update, Duplicate Issue
- Social Welfare (ICDS): Supplementary Nutritional Program.

E- District Portal এর কাঠামো গড়ে উঠেছে মূলত তিনটি pillar বা স্তম্ভের উপর,তাহলো - State Wide Area Network (SWAN), Common Service Centre (CSC), State Data Centre (SDC)। E-Governance বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার একটা Mission Mode project (MMP) হিসাবে প্রকল্পটি শুরু করে।

❖ ***E-Panchayats :***

পঞ্চায়েত হলো ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার 60 শতাংশ মানুষকে সরকারী পরিষেবা প্রদান করে থাকে এবং সরকারের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার প্রথম স্তর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে । ভারতের মুল ভূখণ্ডের বিরাট অংশ গ্রামীণ অঞ্চলের আওতায় অন্তর্ভুক্ত । National E-Govenance Plan এর অধীনে Mission Mode Project (MMP) হিসাবে E-Panchayats প্রকল্প শুরু করা হয় । পঞ্চায়েত প্রশাসনের যেসকল সমস্যা গুলি ছিল, যেমন-নাগরিক কে পরিষেবা প্রদানে দীর্ঘসময় ও ঢিল দেওয়া , প্রকল্প রূপায়ণে ব্যর্থতা ও দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগের পরিকাঠামোর অভাব, নূন্যতম রেভিনিউ আদায়, প্রভৃতি সমস্যা গুলি মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করা হয় E-Panchayat এর মাধ্যমে । E-Panchayat এর মাধ্যমে যে সকল পরিসেবা নাগরিক কে প্রদান করা হয় তাহলো—

- Trade licenses প্রদান করা এবং NoC issue করা,
- ঘর সম্পর্কিত পরিষেবা ,
- Birth, Death Certificates , Income certificate এবং Solvency Certificate প্রদান করা,
- পঞ্চায়েতে বিষয়সূচি , ভোট গ্রহণ, সমস্যা সমাধানের প্রচারণা করা,
- গ্রাম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের copy এবং Action Taken Report(ATR) প্রদান করা,
- বিভিন্ন Fund এবং Progress রিপোর্ট সম্পর্কিত data Online এ প্রদান করা,
- BPL সম্পর্কিত Data ঘোষণা করা।

উপসংহার : ভারতবর্ষে Digital Governance কে আইনের মাধ্যমে বৈধতা দান করে Information Technology Act 2000 , এই আইনটি ভারতীয় প্রশাসনে ধারণাগত সংস্কার নিয়ে আসে । E-Governance হলো Good Governance কে অর্জন করার একটি হাতিয়ার , যা প্রশাসনকে আরো বেশি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, কার্যকরী, user friendly ও নাগরিক কেন্দ্রিক করে তোলে । E-Governance জনপ্রশাসনকে জনগণের কাছে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছে । তবে ভারতে E-Governance কে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের প্রধান কিছু সমস্যা আছে যেমন , বিপুল জনসংখ্যা, মানুষের স্বাক্ষরতার অভাব , মানুষের মধ্যে । CT শিক্ষার অভাব , ICT জ্ঞানের বৈষম্য, যথাযথ পরিকাঠামোর অভাব, ইন্টারনেট যোগাযোগের অভাব, ব্যয় বহুলতা এবং সর্বোপরি মানুষের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব E-Governance কে চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করিয়েছে । তবে সরকার লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে E -Governance কে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য । কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে E-Governance এর Mission Mode Project গুলি যা সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প গুলিকে অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিকদের হাতের কাছে এনে দিয়েছে । ডিজিটাল প্লাটফর্মের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিও দীর্ঘমেয়াদি এবং সামগ্রিক বিকাশের শরিক হতে

পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো E-Governance। যা ডিজিটাল পরিকাঠামোর শক্ত বুনিয়াদ গড়ে , ডিজিটাল পরিষেবা কে মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিয়ে ভারত এখন অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির জোরদার বিকাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। আর অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ঘটলে 2025 সালে এই প্রযুক্তির হাত ধরে 1 লক্ষ কোটি মূল্য সৃষ্টি হবে। এছাড়া উন্নয়নী পরিকল্পনা , নাগরিকমূখী পরিষেবা প্রদানে এবং সুশাসনের লক্ষে ক্রমাগত উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

Bibliography:

1. Chakrabarty, Bidyut and Chand, Prakash. 2017. Public Administration: From Government to Governance. Hyderabad: Orient Black swan.
2. Dhal, Sangita. 2016. 'E-Governance: An Enabling Tools for Good Governance' in *Governance: Issues and Challenges*, edited by Shivani Singh. New Delhi, Sage Publication.
3. Jha, K. Ashutosh. 2018. 'E-Governance in India' in *Governance: Issues and Challenges*, edited by Abhay Prasad Singh and Krishna Murari, Noida: Pearson.
4. Karthikeyan, M. 2019. Governance In India: Basics and Beyond. Noida: Pearson.
5. Mehta, Ranjeet. 2016. Maximum Governance: Reaching out through e-governance. *Yojana*, July 2016.
6. Prabhu, C.S.R. 2015. E-Governance: Concepts and Case Studies. Delhi: PHI Learning Private Limited.
7. Prasad, Ravishankar. 2019. Empowering Citizens Through E-Services. *Yojana* July. 2019
8. ভট্টাচার্য, মোহিত ও বসু , অসিত ২০১৮ ভারতীয় প্রশাসন, ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলকাতা।
9. https://www.insightsonindia.com/2014/11/23/e-governance-india-concept-initiatives-issues/
10. https://www.google.com/amp/s/www.thehindubusinessline.com/brandhub/e-governance-empowering-india/article26457213.ece/amp/
11. https://digitalindia.gov.in/content/recent-e-governance-initiatives
12. https://nceg.gov.in/#
13. https://meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan
14. https://negd.gov.in/
15. https://archive.india.gov.in/citizen/graminbharat/graminbharat.php?id=20
16. https://meity.gov.in/content/e-district
17. https://www.panchayat.gov.in/e-governance